দৈনিক জনকণ্ঠ

49

10 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষায় সমস্যা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্রটি মোটেই সুখকর নয়। নানা ধরনের সমস্যা এই ক্ষেত্রটির সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া দেশে সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ আজও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। বহু শিশু আজও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার জগত থেকে তাদের অবস্থান এখনও অনেক দূরে। সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে, দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ৫ লাখ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না। সংবাদে বলা হয়েছে, দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয়ে আকর্ষণহীন পরিবেশসহ বিভিন্ন কারণে এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বঞ্চিত থাকছে শিক্ষার আলো থেকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে সৃষ্টি হচ্ছে নানা সংশয়। একটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ সংবাদে বলা হয়েছে, ঐ সব এলাকায় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী আশানুরূপভাবে কাজে লাগছে না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

শিক্ষার প্রসার যেরূপ হওয়া উচিত ছিল দেশে সেরূপ প্রসার ঘটেনি। দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনও নিরক্ষর। তার ওপর লাখ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। এটা শুধু উত্তরাঞ্চলের চিত্র নয়, গোটা দেশে বিভিন্ন স্থানে অবস্থা মোটামুটি একই রূপ। স্কুলে যারা যায় না, তাদের অধিকাংশেরই স্কুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। বইপত্রের সঙ্গে তাদের সংস্রব নেই। দারিদ্র্য দেশে একটি প্রধান সমস্যা। এই দারিদ্র্যের কারণে বহু শিশুর পক্ষে স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় না। শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে তাদের বিদ্যালয়ে পাঠানো সম্ভব হয় না। যারা অবশ্য স্কুলে ভর্তি হয়, তাদের মধ্যে একাংশ মাঝপথে পড়া বন্ধ করে দেয়। সেজন্য বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পার হতে পারে না। মাঝপথে তারা পড়াশোনা বন্ধ করতে বাধ্য হয় পারিবারিক বা অন্য কোন কারণে। তবে আমাদের দেশে যেসব শিশুর সঙ্গে বইপত্রের সম্পর্ক নেই তাদের অধিকাংশের মূল সমস্যাটি দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণেই বহু শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া হয় না, হলেও মাঝপথে ঝরে পড়তে হয়। পড়া বন্ধ করে জীবিকার জন্য নামতে হয় কাজে।

আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিছু কিছু বাড়লেও তা কোনক্রমেই পর্যাপ্ত নয়। সকল স্থানে সকলের সুবিধার আওতায় প্রাথমিক বা উচ্চতর বিদ্যালয় নেই। অনেক স্থানে নানা রকমের সমস্যা। অনেক স্থানে বিদ্যালয় আছে তো শিক্ষকের স্বল্পতা। অনেক স্থানে জরাজীর্ণ গৃহে বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার কাজ চলে। আর প্রতিবছর শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্কুল ছেড়ে চলে আসে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে শিক্ষিতের হার কম সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে এই ঝরে পড়ার সমস্যাটি উদ্বেগ ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করতে পারে না।

শিক্ষার প্রসারের জন্য বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কিছু নয়। বহু এলাকা আছে যেখানে অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দূরের কথা, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নেই, স্বাভাবিকভাবেই সেসব এলাকার শিশুদের পক্ষে পড়াশোনা করা সম্ভব হয় না। আবার বহু প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোতে রয়েছে নানা সমস্যা– কোথাও শিক্ষকের অভাব, কোথাও বেঞ্চ নেই, কোথাও খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে হয়। সমস্যাগুলো বহুদিনের। একদিনে এগুলোর সামগ্রিক সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্যাগুলো দীর্ঘদিন টিকে থাকার অর্থ শিক্ষার প্রসারে প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকা। স্বাধীনতার পর যে সময়টি এ পর্যন্ত অতিবাহিত হয়েছে কালের বিচারে সেটা খুব বেশি না হলেও সময়টি নিতান্ত কম নয়। অথচ এত বছর পার হলেও আমাদের দেশে সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এখনও অগণিত মানুষ নিরক্ষর। এখনও বিপুল সংখ্যক শিশু স্কুলে যায় না। বহু শিশু এখন বড় হচ্ছে তাদের ক'জনের ভাগ্যে শিক্ষা জুটবে তা আজও অনিশ্চিত। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন দরকার। দেশের সকলের সামনে শিক্ষার আলো জ্বালাতে হবে। সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সেজন্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগের পাশাপাশি এক্ষেত্রের একটি বড় সমস্যা– দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজটিকে অধিকতর ত্বরান্বিত করতে হবে।